ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

'তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ'
শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প খাত, যা দেশের মোট রপ্তানির ৮৩.৫১% (২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মোট রপ্তানি **৩০,৬১০** মিলিয়ন ডলার) এবং জিডিপিতে এ খাতের অবদান **১১.১৭%**। এটি একটি শ্রমঘন প্রাতিষ্ঠানিক খাত। প্রায় ৪ মিলিয়ন শ্রমিক এ খাতে নিয়োজিত রয়েছে, যাদের মধ্যে নারী শ্রমিক ৬০% (তবে এ হার ক্রমান্বয়ে কমছে, ২০১৩ সালে সর্বোচ্চ ৮০% থেকে ২০১৮ সালে ৬০%)। দেশের কর্মরত মোট নারী শ্রমিকের ৬৪% তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত (বিজিএমইএ, এপ্রিল ২০১৮)। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে (অক্টোবর ২০১৩) টিআইবি'র গবেষণায় এ খাতে দুর্ঘটনা ও কমপ্লায়েন্স ঘাটতির অন্যতম কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব, পারস্পরিক যোগ-সাজশে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়। পরবর্তীতে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা উত্তর এ খাতের বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি এবং তা থেকে উত্তরণে টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজনের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও তা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে টিআইবি প্রতিবছর ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ প্রেক্ষিতে টিআইবি পাঁচটি ফলো- আপ গবেষণা পরিচালনা করে (২০১৪-২০১৯), যেখানে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে ৬৩টি বিষয় চিহ্নিত করা হয় এবং ৫৪ টি বিষয়ে ১০২ টি উদ্যোগ পর্যালোচনা করা হয়। টিআইবি তৈরি পোশাক খাতের সুশাসনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান ফলো-আপ গবেষণাটি পরিচালনা করেছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো তৈরি পোশাক খাতে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা যায় সে সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। এছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে এই গবেষণায় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন যেমন- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, শ্রম মন্ত্রণালয়, রাজউকের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মী, কারখানা মালিক, পোশাক শ্রমিক, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও পোশাক খাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং চেকলিস্টের মাধ্যমে শ্রমিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিদ্যমান আইন ও বিধিসমূহ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: বর্তমান ফলো আপ গবেষণাটিতে মে ২০১৮ থেকে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এ গবেষণার তথ্যের সময়কাল কি?

উত্তর: এই গবেষণায় ২০১৩ সালে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময় হতে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত পোশাক খাতে সুশাসন সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কি কি?

উত্তর: রানাপ্লাজা দুর্ঘটনার পূর্বে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ব্যাপক ঘাটতি ছিলো, দুর্ঘটনার পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও অনেকক্ষেত্রে এখনও ঘাটতি বিদ্যমান। সংশ্লিষ্ট অংশীজনসমূহ কর্তৃক অবকাঠামোগত নিরাপত্তার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এছাড়া সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রগতি হলেও এখনও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন-ফায়ার স্টেশন নির্মাণ, পরিদর্শক নিয়োগ, অনলাইন সেবাসমূহ ব্যবহারবান্ধব করা ইত্যাদি বিষয়ে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে আইনি সীমাবদ্ধতা এবং যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির পাশাপাশি মালিক পক্ষের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। শ্রমিকের চাকুরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা, দুর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, সংগঠন করার অধিকার, মারাত্মক অসুস্থতার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি। বায়ার প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনকৃত অধিকাংশ কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে কিন্তু জাতীয় উদ্যোগের কারখানাসমূহে কোনো অগ্রগতি হয়নি। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে এ খাতের উপর নেতিবাচক প্রভাবের ঝুঁকি বেড়ে যায়। রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেলের আর্থিক ও টেকনিক্যাল সক্ষমতার ঘাটতির কারণে এ খাতের টেকসই উন্নয়নে ঝুঁকি এবং সার্বিকভাবে আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রতার কারণে দায়ী ব্যাক্তিদের শাস্তি, শ্রমিক অধিকার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। মজুরি বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট আন্দোলন পরবর্তী বিভিন্ন অভিযোগে শ্রমিক ছাঁটাই ও মামলার মাধ্যমে কারখানার অভ্যন্তরে ভয়ের কর্মপরিবেশ, তৈরি পোশাকখাতে বিভিন্ন নীতি সুবিধা প্রদান করা হলেও সম্পূরক শিল্পে নীতি সুবিধার ঘাটতি যা এ খাতের টেকসই উন্নয়নে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। সার্বিকভাবে আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রতার কারণে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি, শ্রমিক অধিকার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: তৈরি পোশাক খাতের সুশাসন প্রতিষ্ঠা তথা দুর্নীতি মোকাবেলায় সরকার, বায়ার, বিজিএমইএ, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের উদ্দেশ্যে টিআইবি ১২ দফা সুপারিশ উত্থাপন করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে একক কর্তৃপক্ষ গঠন করা; শ্রম আইন, ২০০৬; শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩ ও শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৮ এবং ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ, ২০১৯ এ বিদ্যমান ঘাটতি বিশেষ করে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, প্রসূতিকালীন ছুটি, সংগঠন করা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা; দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি করা; মজুরি, অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা, ছুটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রমিকের আইনগত অধিকার সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নিশ্চিত করা এবং এক্ষেত্রে সরকারি তদারকি বৃদ্ধি করা। এছাড়া সাব-কন্ট্রাক্ট নির্ভর ও ক্ষুদ্র কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি তহবিল গঠন করা এবং এ সকল কারখানার মালিকদের কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহজ শর্তে তহবিলে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা অন্যতম। অপরদিকে সকল বায়ারকে তাদের ওয়েবসাইটে নিজ নিজ বাংলাদেশি ব্যবসায়িক অংশীদার কারখানার নাম প্রকাশ নিশ্চিত করা এবং কারখানা বন্ধ করা, শ্রমিক চাকুরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া, পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ না করাসহ অন্যান্য অনৈতিক আচরণ বন্ধ করার সুপারিশ করা হয়। এছাড়া কেন্দ্রিয় কল্যাণ তহবিল হতে গ্রুপ বীমার প্রিমিয়াম দেওয়ার বিধান রহিত করা; রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল কার্যকর করার লক্ষ্যে-

- সরকার, বায়ার ও আইএলওর সমন্বিত উদ্যোগে আরসিসি'র আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং
- আরসিসির কার্যক্রম পরিবীক্ষণে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে আরসিসি'র কার্যক্রম টেকসইকরণে বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনতে হবে ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন ১০: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত প্রাপ্ত তথ্য সব বায়ার, তৈরি পোশাক কারখানা, নিরীক্ষক/পরিদর্শক ও অন্যান্য অংশীজনের সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

সমাপ্ত